তারিখ: ২০ এপ্রিল ২০২০

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থায় প্রযুক্তিকে যুক্ত করতে আইসিটি বিভাগ, কৃষি ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জরুরি সমন্বয় সভা

করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় কৃষি ও খাদ্য ব্যবস্থায় প্রযুক্তিকে যুক্ত করতে আজ ২০ এপ্রিল (সোমবার) ২০২০ তারিখ অনলাইন পদ্ধতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের একটি জরুরি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। জরুরি এই সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি এবং খাদ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার, এমপি। উক্ত সভা সঞ্চলনা করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, এমপি বলেন, স্থানীয় পর্যায়ে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্য স্থানীয় প্রশাসন এবং জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এক জেলার সাথে অন্য জেলার যোগসূত্র তৈরি করবে। কৃষি মন্ত্রণালয় ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের জেলা-উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ এবং স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদিত পণ্য সকল ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের সহায়তায় সারাদেশে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ফোনে নিত্যপণ্য সেবার সাথে যুক্ত হচ্ছে একশপ, চালডাল ডট কমসহ অনেকগুলো ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, অনলাইন পরিবহণ প্ল্যাটফর্ম ট্রাক লাগবে এবং ই-ক্যাবের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। এই প্রযুক্তিগত মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী খুব সহজেই পৌঁছে যাবে এক স্থানের পণ্য অন্য স্থান। এই লজিস্টিক সিস্টেমের সাথে খুব শীঘ্রই যুক্ত হবে ৩৩৩ কলসেন্টারকে, যা ৩৩৩ এ কল করে ৫ চাপে পণ্য অর্ডার করলে একশপে যুক্ত বিভিন্ন ই-কমার্স কোম্পানি এবং ভলান্টিয়ারদের মাধ্যমে পৌঁছে যাবে ক্রেতাদের বাসায়।

প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষক পর্যায় থেকে খাদ্য দ্রব্যের সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি খাদ্য সংকট মোকাবেলায় খুব শীঘ্রই একটি আধুনিক ও সময়োপযুগী বাজার ব্যবস্থাপনার এ প্ল্যাটফর্ম তৈরির পরিকল্পনা করা হচ্ছে। বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতির কারণে খাদ্য সংক্রান্ত যদি কোন চ্যালেঞ্জ আসে তবে সেই সমস্যা নিরসনে এই প্ল্যাটফর্মটি যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে। এ বিষয়ে পাবলিক-প্রাইভেট সকলের সমন্বয়ে খুব শীঘ্রই কাজ শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার।

দেশের করোনাভাইরাসের সংক্রমণ দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় লকডাউন পরিস্থিতি চলমান রয়েছে। এ সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন পদ্ধতিতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এর ফলে ভবিষ্যতে খাদ্য সংক্রান্ত বিষয়ে আসতে পারে নতুন কোন চ্যালেঞ্জ। এ সময়ে খাদ্যের উৎপাদন এবং উৎপাদিত খাদ্যের সুষম বন্টন ও সরবরাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের কারণে ভবিষ্যতে খাদ্য সংকট মোকাবেলায় কি ধরনের জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করেন উক্ত সমন্বয় সভায়।

কৃষি ও খাদ্য লজিস্টিক নিয়ে এটুআই-এর একশপ দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করে আসছে। এর আওতায় ৩৩৩ এবং এক শপের এর মাধ্যমে ফোনে নিত্যপণ্য সরবরাহের জন্য লজিস্টিক ভিত্তিক এই সমন্বিত সিস্টেম তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে দেশের এই সংকটকালীন মূহুর্তে প্রত্যেকটি সেক্টর ইন্টারকানেক্টেড হয়ে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। বাজার ব্যবস্থায় ডাটা ভিত্তিক একটি কেন্দ্রীয় সিস্টেম পুরো বিতরণ ও ডিসেন্ট্রালাইজনের মাধ্যমে ক্রেতা-বিক্রেতার সমন্বয় সাধন করবে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয় ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবগণসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ। আরো উপস্থিত ছিলেন আইসিটি বিভাগের এটুআই, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প (iDEA) এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং ঢাকা বিভাগের কমিশনার ও গোপালগঞ্জ, নরসিংদী, বরগুনা, গাইবান্ধা জেলার জেলা প্রশাসকগণ। এছাড়া চালডাল, পাঠাও, ট্রাক লাগবে, ডিজিটাল আড়তদার, ই-ক্যাব সভাপতিসহ আরো অনেকে উক্ত সভায় তাদের গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও মতামত প্রদান করেন।

ICT Tower, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka, Bangladesh
88 02 55006931-34 88 02 55006936 info@a2i.gov.bd
www.a2i.gov.bd a2iBangladesh @a2i_bd a2iBangladesh